Publication

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

137

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি যা আমাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়তা করে। শিক্ষা দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি নিচয়ের বিকাশ হয়। শিক্ষাই মানুষকে পূর্ণত্বের পথকে সুগম করে দেয়, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অশেষ, বাক্যটি আজ ও আমাদের মাঝে স্বপ্নের ন্যায়, বাস্তবে তা আদৌ প্রতিফলিত হয়নি যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিতের হার আশানুরূপ হচ্ছে না। যার জন্যে আমাদের শক্তিতে ভাটা পড়ছে কারণ "শিক্ষাই সকল শক্তির মূল উৎস" আবার শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের সীমারেখায় আটকিয়ে রাখাটাও শক্তিতে দুর্বলতা দেখা দেবার অন্যতম কারণ। যে শিক্ষা মানুষের পূর্বোক্ত চতুর্বিধ কল্যাণ সাধন করে না সে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ মনে করা বোকামি মাত্র।

উদ্দেশ্যহীন শ্রম অরণ্যে রোদন মাত্র সুতরাং শিক্ষার মাঝে উদ্দেশ্য থাকা একান্ত অপরিহার্য্য, বস্তুতঃ শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মার পরিপুষ্টি সাধনে পূর্ণ মানবতা লাভই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য।

শিক্ষার সাথে সাথে শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে, ব্যায়াম, পরিমিত আহার, নির্মল বায়ু সেবন ইত্যাদির দ্বারা মানুষের স্বাস্থোন্নতি ঘটে, দেহ মন কর্মঠ হয় সুতরাং দেহ যেখানে অবহেলিত মনেরও সেখানে উন্নতির আশা করা অমাবশ্যার চাঁদের মত। মানসিক শিক্ষা বলতে আমরা সাধারণতঃ বিদ্যার্জনকেই বুঝি, বিদ্যার্জনই মানুষের অন্ধকারকে বিদূরিত করে। জ্ঞানালোর দ্বারাই মানুষ হিতাহিত, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকতর্ব্য ইত্যাদির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। অপরদিকে বিবিধ বিষয় পাঠে যেমন জ্ঞানের পরিধি প্রসারতা লাভ করে তেমনি মনেও প্রফুল্লতা আনে কারণ "জঞানই আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার।"

আবার নৈতিক শিক্ষালাভে মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্য, স্নেহ-প্রীতি, ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ঘটে যার ফলে, চরিত্রের উন্নতি সাধিত হয়।

রাত ও দিনের মাঝে যেমন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান তেমনি নীতি ও ধর্মের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী বর্তমান, অতএব নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাও পরস্পর সাপেক্ষ। কৈশোরে শিক্ষার্থীর মন ভ্রান্তপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিই তাকে সেই বিপথগমন হতে রক্ষা করে। সত্যকথন, সদাচার, সৎ চিন্তা এগুলো আধ্যাত্মিক শিক্ষার অংঙ্গ। অতঃপর বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সাথে স্ব স্ব ধর্মের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, সমাজে তথা রাষ্ট্রে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যতবেশী সে সমাজ তথা রাষ্ট্রের লোকই তত উন্নত ও সভ্য, সুতরাং শিক্ষালাভে সাফল্যময় জীবন যাপনের জন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া কতর্ব্য।

উপসংহারে বলা যায় সুচিন্তিত কার্যকর মৌলিক তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা তার সাথে শিক্ষার উদ্দশ্য, শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, নৈতিক ও আধ্যাতিক শিক্ষা, শিক্ষার আনন্দ, বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও স্বইচ্ছায় শিক্ষাগুলোকে যদি আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান দিতে পারি তবেই শিক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হবে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং দেশের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে।

—এম, এইচ রশিদ চোং
মোহরা, চট্টগ্রাম।